গাংনীতে বিসিআইসি সার ডিলারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের বিসিআইসি ডিলার এনামুল হকের বিরুদ্ধে সরকারি বরাদ্দকৃত সার অতিরিক্ত দামে বিক্রী ও ক্রেতাদের সাথে অসাদাচারণসহ নানা অভিযোগ উঠেছে।

‎ভুক্তভোগী কৃষকরা অভিযোগ করেন, বিসিআইসি ডিলার এনামুল হক প্রকৃত কৃষকদের মাঝে সার না দিয়ে স্থানীয় খুচরা সার ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে অতিরিক্ত দামে সার বিক্রী করে আসছেন বলে অভিযোগ করেছেন ।

‎‎তারা অভিযোগ করেন, স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের অনুগত আওয়ামীলীগ নেতা এনামুল হক ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে নিজ নামে এবং পরিবারের অন্য সদস্যের নামে বেনামে প্রায় কয়েকটি ডিলারের লাইসেন্স নিয়ে কৃত্তিম সার সংকট তৈরী করছেন। ‎সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করতে তিনি বরাদ্দকৃত সার অতিরিক্ত দামে ব্যবসায়িদের মাঝে বিক্রী করে আসছেন।

‎‎এবিষয়ে ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য নুরু ইসলাম বলেন, আমার এলাকার কৃষকরা সার না পেয়ে আমাকে জানান। কৃষকদের অনুরোধে সবার সম্মুখে বিসিআইসি ডিলার এনামুল হকের কাছে জানতে চাইলে তিনি আমার সাথে খারাপ আচরণ করেন। এমনকি হুমকি দিয়ে বলেন, আপনি কিসের নেতা, আপনি বিএনপি’র আমজাদ ভাই, জাভেদ মাসুদ মিল্টন, আসাদুজ্জামান বাবলুকে জানান। এছাড়াও বেগম খালেদা জিয়ার কাছে তার লোক আছে বলেও দম্ভোক্তি দেখান।

‎‎গাংনী উপজেলা উপসহকারী একাধিক কৃষি কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ধানখোলা ইউনিয়নের বিসিআইসি ডিলার এনামুল হক তার ইচ্ছামত ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে সরকারি সার বাইরে বিক্রয় করছেন এবং প্রকৃত কৃষকদের দিচ্ছেনা, এমন ঘটনায় তাকে বলতে গেলে সে আমাদের সাথেও খারাপ আচরণ করে আসছে। আমরা সরকারি কর্মকর্তা এ কারণে মুখ খুলতে পারিনা।

‎‎এ ব্যাপারে ধানখোলা ইউনিয়নের বিসিআইসি ডিলার এনামুল হকের কাছে জানতে চাইলে তিনি নুর ইসলামকে হুমকি দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, নুর ইসলাম অতিরিক্ত সার নেওয়ার জন্য আমাকে হুমকি দিয়েছে।

সার ইউনিয়নের সাব ডিলাররা নিয়ে যায়। এছাড়া উপসহকারী কৃষি অফিসারদের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে বিক্রী করা হয়। অতিরিক্ত দামে কোন সার বিক্রী করা হয় না।

ধানখোলা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড যুগিন্দা গ্রামের সাব ডিলার মফিজুল ইসলাম জানান, বিসিআইসি ডিলাররা আমাদের বরাদ্দকৃত সার সঠিক ভাবে না দিয়ে কম দেয়। কিছু সার দিলেও তাদের নির্দেশনা মোতাবেক বিক্রী করতে হয়। এতে আমরাও সমস্যায় আছি। কৃষকদের চাহিদা পূরণ হয় না। ‎

‎এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলার কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন জানান, বিষয়টি শুনেছি, খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে,অনিয়ম হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়াও উপসহকারী কর্মকর্তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, প্রকৃত কৃষকদের মাঝে সার বিক্রয় করার জন্য।

মুজিবনগরে বিএডিসি সার ডিলারের ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

চাষীদের কাছে সার বিক্রি না করে গুদাম থেকে অবৈধভাবে সার বাইরে লুকিয়ে রাখার অপরাধে মুজিবনগরের বিএডিসি সার ডিলার ওয়াহেদ ট্রেডার্সের মালিক উমাইয়া কুলসুমকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

সোমবার দুপুর ১২টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের বিএডিসি সার ডিলার ওয়াহেদ ট্রেডার্সে অভিযান পরিচালনা করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল।

এ সময় বেশি দামে বিক্রয়ের জন্য বাইরে থেকে আনা মজুতকৃত ৫ বস্তা সার জব্দ করে সরকারি মূল্যে চাষীদের কাছে বিক্রয় করে দেওয়া হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল জানান, বিএডিসির ডিলার ওয়াহেদ ট্রেডার্সের মালিক চাষীদের কাছে সার বিক্রি না করে বাইরে অবৈধভাবে সরিয়ে রেখেছে এমন সংবাদ দারিয়াপুর গ্রামের চাষীদের ফোনকলের মাধ্যমে জানতে পারি।

চাষীদের এই গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওয়াহেদ ট্রেডার্সে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। মোবাইল কোর্টে ডিলারের মালিক উমাইয়া কুলসুম সত্যতা স্বীকার করলে ভোক্তা অধিকার আইনে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পরে মজুতকৃত ৫ বস্তা সার জব্দ করে সরকারি মূল্যে চাষীদের কাছে বিক্রয় করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে মুজিবনগর উপজেলা ভারপ্রাপ্ত কৃষি কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

কুমারখালীতে সারের দাম বেশি রাখায় দুই ডিলারকে জরিমানা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে সারের দাম বেশি রাখায় দুই ডিলারকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

উপজেলার হসপিটাল রোড সংলগ্ন বিসিআইসি ডিলার মেসার্স গাফফার এন্টারপ্রাইজকে ৩০ হাজার টাকা ও তরুণ মোড় সংলগ্ন বিসিআইসি সাব-ডিলার মেসার্স ইসলাম এন্টারপ্রাইজকে ৪ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বাজারে ডিলাররা এমওপি সারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি ও খুচরা বিক্রেতারা দাম বেশি রাখছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার বিকেলে উপরোক্ত এই দুটি প্রতিষ্ঠানকে ভোক্তা অধিকার ও সংরক্ষণ আইনে যৌথভাবে ৩৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

আদালত সূত্রে জানা যায় মেসার্স গাফফার এন্টারপ্রাইজ এমওপি ও টিএসপি সারের দাম সরকার নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত দামে বিক্রি করেছে এছাড়াও মেসার্স ইসলাম এন্টারপ্রাইজও বেশি দামে সার বিক্রি করেছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিতান কুমার মন্ডল ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ শাহীদুল ইসলাম যৌথভাবে আদালত পরিচালনা করেন।

এ বিষয়ে কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিতান কুমার মন্ডল

বলেন, সারের দাম বেশি রাখায় দুই ডিলারকে জরিমানাসহ কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। কৃষকদের স্বার্থে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। এ সময় তিনি জনসাধারণের কাছে অনিয়মের তথ্য চেয়ে সহযোগিতা কামনা করেছেন।

কুমারখালীতে সারের দাম বেশি রাখায় ডিলারকে জরিমানা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে সারের দাম বেশি রাখায় এক সাব ডিলার ডিলারকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ইউএনও বিতান কুমার মন্ডল।

এক কৃষকের অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা রোডের মেসার্স কৃষি বিতরণী নামের সাব ডিলারের দোকানে অভিযান চালায় ভ্রাম্যমাণ আদালত।

এসময় ওই কৃষকের অভিযোগের সত্যতা পায় ভ্রাম্যমাণ আদালত। কৃষকের কাছ থেকে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত সিনজেনটা কোম্পানির থিয়োভিট সারের মোড়কে লেখা মূল্যের অতিরিক্ত ৪০ টাকা দাম বেশি বেশি রেখেছে ওই সাব ডিলার।

এসময় সাব ডিলার ফারুককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বিতান কুমার মন্ডল বলেন, এক কৃষকের অভিযোগের ভিত্তিতে আজ এক সাব ডিলারের দোকানে অভিযান চালিয়ে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।